# তাইওয়ান, কোরিয়ার পিসি উৎপাদনে সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে

মতিউর রহমান সিদ্দিকি

পিসি (পার্সোনাল কমপিউটার) উৎপাদনের ঘাটি হিসেবে এশিয়া মহাদেশের কয়েকটি দেশের সাফল্যকে শক্তিশালী সরকারী সহায়তার উপর আরোপ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এখনো বেসরকারী খাতই শিল্পটি নেতৃত্বে রয়েছে; সরকার পর্দার অন্তরালে থেকেই মূলতঃ তার ভূমিকা পালন করছে কৌশল ও পরিসংখ্যান দিয়ে, বিপনন এবং উন্নয়ন ও গবেষণা (আর এণ্ড ডি)-এর ব্যাপারে সাহায্য করে।

সরকারী সহায়তার প্রকৃত ধরণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে যা প্রত্যেক দেশের পিসি উৎপাদনকারী শিল্পের পৃথক বৈশিষ্ট্য সমূহের প্রতিফলন ঘটায়।

এখানে আমরা এশিয়ার চারটি দেশে পিসি উৎপাদনকারীদের প্রতি সরকারী সাহায্য সম্পর্কে আলোচনা করছি।

## তাইওয়ান

তাইওয়ানে পিসি উৎপাদনের প্রথম উদ্যোগ গহণ করে বেসরকারী খাত যা গঠিত হয়েছিলো মূলতঃ স্থানীয় কোম্পানীগুলো দিয়ে। সরকার ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশান ইণ্ডাস্টি (আই আই আই)-এর মাধ্যমে এই উদ্যোগকে জোরালো সমর্থন প্রদান করে। আই আই আই -এর অধীনে রয়েছে একটি গবেষণা বিভাগ, কমপিউটার এণ্ড কমিউনিকেশান রিসার্চ ল্যাবরেটরিসমূহ (পিসিআরএল) যা তথ্য প্রযুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট পণ্যের উপর আর এণ্ড ডি (উন্নয়ন গবেষণা) চালায়।

পিসিআরএল -এর বিশিষ্ট প্রকল্প সমূহের জন্য অর্থ যোগায় স্থানীয় কমপিউটার কোম্পানীগুলো। বিনিময়ে তাদের পণ্যের নমুনাগুলোর উন্নয়নের অধিকার দেওয়া হয়।

ঠিক এরকম একটি প্রকল্প হচ্ছে একটি নোট বই পিসির নমুনার (প্রোটোটাইপ) উন্নয়ন। পিসিআরএল প্রকল্পটির জন্যে ৪৭টি স্থানীয় ফার্মের একটি কনসোর্টিয়াম গঠন করে। গত বছর আমেরিকায় অনুষ্ঠিত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কমপিউটার মেলা 'কমডেক্স ফল'-এ একটি নমুনা প্রদর্শিত হয়। পিসি আর এল এখন একটি আরো পাতলা নোটবুক পিসি-এর দ্বিতীয় প্রজন্মের উপর কাজ করছে।

সরকার অনুধাবন করতে পেরেছেন যে তাকে তাইওয়ানের উৎপাদনকারীদের এগিয়ে দিতে হবে। বিশেষ করে অনেক ছোট ছোট কোম্পানীকে তাদের পণ্য উৎপাদন করতে এবং ওয়ার্কষ্টেশান উৎপাদনকারীদের সহায়তা করার জন্যেও একটা কার্যকরী কনসোর্টিয়াম প্রতিষ্ঠা করেছে।

হার্ডওয়্যার ছাড়াও তাইওয়ান সরকার কমপিউটার ব্যবহাকারীদের জন্য কমপিউটার সফটওয়্যার উন্নয়নেও সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

## কোরিয়া

কোরিয়ায় সরকারী সাহায্য সহযোগিতা বেশ লক্ষ্যনীয়। সরকারী নীতিমালার সামঞ্জস্যপূর্ণ এই সমর্থন প্রধানতঃ চারটি বড় প্রতিষ্ঠান ডাইয়ু, গোল্ডস্টার, হিউন্দাই এবং সেমসাং—যারা পিসি উৎপাদনে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেছে। তারাই পেয়ে থাকে। ১৯৮৯ সাল থেকে সরকার নার্সারী থেকে হাইস্কুল পর্যন্ত সব স্কুলের জন্য একটি উচ্চাভিলাষী কমপিউটারায়ন কর্মসূচী চালু করেছেন। এই প্রকল্পের আওতায় তিন লক্ষ পর্যন্ত পিসির উৎপাদন প্রয়োজন হবে যেগুলো ১৯৯৬ সালের মধ্যে সব স্কুলে বসানো হবে।

কোরিয়ার কমপিউটার কোম্পানীগুলোকে রক্ষা করতে প্রকল্পটির জন্য টেণ্ডার খোলা হয়েছিলো মাত্র ১২টি কোরিয় পিসি উৎপাদনকারীর জন্য।

সবচেয়ে কম দামে যারা বিড করেছিল তারাই কাজ পাচ্ছে এবং বড় চারটি কোম্পানীরই এতে সুবিধা হচ্ছে। সরকার স্থানীয় পিসি উৎপাদনকারীদের জন্যে একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড চালু করেছেন যা কোরিয়ায় তৈরী পিসি সমূহের মান উন্নয়নের জন্য স্থানীয় পিসি উৎপাদকরা মেনে চলছে। এছাড়া পিসি উৎপাদন শিল্পে প্রযুক্তি স্থানান্তরের জন্য ইলেকট্রনিক এণ্ড টেলিকমিউনিকেশন রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ইটি আর আই) -এ তথ্য প্রযুক্তি বা আইটি প্রকল্পেও জড়িত।

এইসব প্রকল্পের বেশীর ভাগই প্রান্তিক (হাই-এণ্ড) কমপিউটার সিস্টেমের জন্য। আর উন্নয়ন সংক্রান্ত সুবিধাসমূহ চারটি বড় বড় প্রতিষ্ঠানের কাছেই স্থানান্তর করা হবে।

## সিংগাপুর

এর এশীয় প্রতিপক্ষগুলোর মত না হয়ে এবং পৃথিবীর ১০টি সবচে বেশী কমপিউটারাইজড দেশগুলোর একটি হওয়া সত্ত্বেও সিংগাপুরের স্থানীয় পিসি উৎপাদনকারীদের সংখ্যা খুব একটা বেশি নয়।

স্থানীয় উৎপাদনকারী শিল্পের জন্য সরকারী উৎসাহ প্রদান খুব বেশী ব্যাপক নয়। তবে বেশিরভাগ উৎপাদনকারী অর্থনৈতিক উন্নয়ন বোর্ড (ইডিবি) থেকে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ধরনের শিল্প প্রকল্পের অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্যে আবেদন করতে পারে।

সিংগাপুরে পিসি উৎপাদন এই অর্থে অসাধারণ যে বেশীরভাগ বহুজাতিক কোম্পনীগুলো তাদের এশীয় উৎপাদনকারী প্ল্যান্টগুলো এখানে রেখেছে, কারণ পিসি সংযোজনের জন্য কাঁচামাল কোনপ্রকার শুল্ক ছাড়াই সিংগাপুরে আমদানী করা যায়।

## হংকং

যদিও হংকং সরকার বেসরকারী খাতের কার্যকলাপে সরাসরি জড়িত হওয়া থেকে নিজকে দূরে রেখেছে, দেশটিতে পিসি উৎপাদনে একটা পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। তবে এ বছরের এপ্রিলে, হংকং প্রোডাক্টিভিটি কাউন্সিল (এইচকেপিসি), একটি নোটবুক কমপিউটারের নকশা তৈরিতে যৌথভাবে অর্থ যোগান এবং অংশগ্রহণের স্থানীয় প্রস্তুতকারীদের আকৃষ্ট করার জন্যে উদ্যোগ নেয়।

এই প্রকল্পের নেতৃত্ব দিচ্ছে এইচকেপিসি-এর ইলেকট্রনিক্স সার্ভিসেস ডিভিশন, যার পরিকল্পনা রয়েছে ১৫ জন উৎপাদনকারী সংগ্রহ করা। কিন্তু এর মধ্যে মাত্র সাতজন যোগাড় করা গেছে। প্রকল্পটিতে অর্থ যোগাতে প্রত্যেকেই জমা দিয়েছে ৩০০,০০০ হংকং ডলার ( ৩৮,৪০০ মার্কিন ডলার)। এদের ইলেকট্রনিক্স সার্ভিসেস ডিভিশনটির ম্যানেজার টিসি লিয়ুং বলেন যদিও অংশগ্রহণকারী কোম্পানীগুলোর সংখ্যা নৈরাশ্যব্যঞ্জক, তাদের অংশগ্রহনের পর্যায় "সন্তোষজনক"।

মিঃ লিয়ুং আরো বলেন "আমরা হার্ডওয়্যার সিস্টেমস, সফটওয়্যার এবং মেকানিক্সের অনেকগুলো ডিজাইনই চূড়ান্ত করে ফেলেছি। এদের একটির ইলেকট্রনিক সার্কিটসমূহ এবং মেকানিকাল ডিজাইন কোম্পানীগুলোকে কয়েকদিন আগে দেয়া হয়েছে।

নোট বুক প্রকল্পটির জন্য এইচ কে পি সি প্রাথমিক নকশা, ডকুমেন্টেশন এবং যদি প্রয়োজন হয় পরস্পর সহযোগিতা প্রদান করবে। যাতে আলাদা আলাদাভাবে কোম্পানীগুলো নোট বুক তৈরিতে এইচ কে পি সি -এর নকশার প্রতি মান যোগ করে করে নিজেদের অসাধারণ পণ্য নিয়ে বাজারে হাজির হতে পারে।

নোটবুক প্রকল্পটি হচ্ছে দ্বিতীয় বহু কোম্পানী প্রকল্প - প্রথমটি ছিলো দুবছর আগে হংকং-এ তৈরী একটি ফ্যাক্স মেশিন। কিন্তু সেই প্রকল্পটি ব্যর্থ হয়। এই দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা পেয়ে এই দ্বিতীয় দলটি অনেক ভালো কাজ সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন করছে বলে মনে হচ্ছে।

এই নোটবই প্রকল্পের সাফল্যে অনুপ্রানিত হয়ে, এইচকেপিসি ইতিমধ্যেই পরবর্তী বহু কোম্পানী প্রকল্প নিয়ে ভাবছে; যা হলো একটি ওয়ার্কষ্টেশনের নকশা করা। মিঃ লিয়ুং বলেন এইচ কে পি সি এই প্রকল্পটির সম্ভাব্যতার ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। "শিল্পটিকে আরো অধিক পরিমানে সাহায্য করার জন্য আমরা একটি প্রকল্প নকশা ক্লাব গঠন করার কথা ভাবছি যেখানে স্থানীয় কোম্পানীগুলো তাদের তহবিল সাধারণ ভাণ্ডারে জমা রাখবে। এই তহবিলের সাহায্যে আমরা সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করতে পারি," বলেন মিঃ লিয়ুং। তিনি আরো বলেন, " আমরা আশা করি এটা হংকং এর পণ্যের রপ্তানী মান নিশ্চিত করবে।" •

(বিদেশী পত্রিকার অনুসৃতি)